



295658 - কোন দক্ষ খেলোয়াড়কে God কথিবা Godlike উপাধি দিয়ে

প্রশ্ন

ইদানিং খুব তীব্রভাবে পশ্চিমা দেশগুলোর ইলেক্ট্রনিকি ভিডিও গেম ছড়িয়ে পড়ছে। এ গেমগুলো খেলোয়াড়দের মাঝে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। যখন কোন একজন খেলোয়াড় অপর এক খেলোয়াড়কে পরাজিত করে তখন স্ক্রীনে দেখা যায় “ওমুক ব্যক্তি ওমুক ব্যক্তিকে পরাজিত করেছে। কিন্তু সমস্যা হল—যখন কউে বশে কয়কেজন খেলোয়াড়কে পরাজিত করে তখন একটা অদ্ভূত বাণী দেখা যায় এবং বলা হয়: অমুক (Godlike)। আমি এ শব্দটির ব্যাখ্যা চাই। এ কথাটা কি বলা এবং খেলোয়াড়দের মাঝে প্রসার করা কি জায়গে হবে? কারণ আমি দেখতে পাই যে, কোন কোন খেলোয়াড় অভিজ্ঞ অপর খেলোয়াড়কে God বা Godlike উপাধিতে ভূষিত করে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন দক্ষ খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে কথিবা অন্য কারো ক্ষেত্রে God শব্দ ব্যবহার করা জায়গে নই। কেননা এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে— একজন ইলাহ বা আল্লাহ। এবং কারো গুণ হিসেবে Godlike শব্দটি ব্যবহারের সময় ফুরিয়ে গেছে।

গেমের মধ্যে যখন এ শব্দটি ফুটে উঠে তখন এর দ্বারা এ অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সে ইলাহের মত; সে পরাক্রমশালী, বিজয়ী।

এ কথা সুবিধিত যে, এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই। তাঁর কোন অংশীদার নই। তাঁর কোন সাদৃশ্য নই। তিনি ছাড়া আর যা কিছু আছে সেগুলো তাঁর বান্দা, তাঁর প্রতাপালনাধীন, মাখলুক। এগুলোর মধ্যে ইলাহ হওয়ার কোন গুণ নই। এবং কোন দিক থেকে ইলাহ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

এ ধরণের কাজ আগের যুগের মুশরকিরো অনেকে আগে থেকেই করত। তারা যাকে ভালবাসে ও সম্মান করে তাকে ইলাহ বানিয়ে ফলে।

আর—রাগবে আল-ইসফাহানি বলেন: তারা তাদের প্রতিপক্ষকে মাবুদের নাম দিয়েছে—ইলাহ। অনুরূপ কাজ তারা “আল্লাত” শব্দ দিয়েও করত। তারা সূর্যের নাম দিয়েছে—**الالهة** যহেতে তারা সূর্যের পূজা করত।

أَنَّ فُلانَ بِأَنَّ اللَّهَ: অর্থ অমুক ব্যক্তি ইবাদত করেছে। কথিবা বলা হয়: ইলাহ হয়ে গেছে।



এই অর্থে ইলাহ শব্দ মাবুদ।[আল-মুফরাদাত, পৃষ্ঠা-৮৩]

অতএব, এসব শব্দ ব্যবহার করা থেকে হুশিয়ার, হুশিয়ার। কারণ কোন একটি কথা পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যমেন দূরত্ব বান্দাকে জাহান্নামের সর্ব নমিনে এমন দূরত্বে নিয়ে যেতে পারে।

সহহি বুখারী (৬৪৭৮) ও সহহি মুসলমি (২৯৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন যে, নশ্চয় বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টমূলক এমন এক কথা বলে ফলে; যে কথাকে বান্দা তমেন কছি মনে করে না; কনিতু আল্লাহ এই কথার মাধ্যমে তার মর্যাদা উন্নীত করেন। এবং নশ্চয় বান্দা আল্লাহর করোধ উদ্রেককারী এমন কোন কথা বলে ফলে, বান্দা সে কথাকে তমেন কছি মনে করে না; কনিতু এই কথার কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অতলে নকিষে করে।”

সহহি বুখারী (৬৪৭৭) ও সহহি মুসলমি (২৯৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন যে, তিনি বলেন: নশ্চয় বান্দা এমন এক কথা বলে ফলে, যে (তথ্যের) ব্যাপারে সে নশ্চিত হয়নি; এ কথার কারণে সে ব্যক্তি পূর্ব দগিন্তরে চয়ে গভীর জাহান্নামের অতলে নমিজ্জতি হবে।

সুনানে তরিমযি (২৩১৯) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৯৬৯) গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী বলিাল বনি হারছে আল-মুযানি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: “তোমাদের কটে আল্লাহর সন্তুষ্টমূলক এমন কথা বলে, সে কথা এত বেশি প্রসারতা পায় যা ঐ বান্দা নিজিও ধারণা করেনি। এর প্রতফিলে আল্লাহ সে ব্যক্তির আমলনামায় তার সাথে সাক্ষাতের দনি পর্যন্ত তার সন্তুষ্টি লিখে দনে। নশ্চয় তোমাদের কটে আল্লাহর করোধ উদ্রেককারী এমন কথা বলে; সে ব্যক্তি নিজিও ধারণা করে না যে এ কথা এমন পর্যায় পৌঁছবে। এর প্রতফিলে আল্লাহ সে ব্যক্তির আমলনামায় তার সাথে সাক্ষাতের দনি পর্যন্ত তার অসন্তুষ্টি লিখে রাখনে।[আলবানী ‘সহহিত তরিমযি’ গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি বলছেন]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।